তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী
পিতা- মরহুম নূরুল হুদা চৌধুরী
বাড়ী নং-০৪, রোড নং-০৩
সেক্টর নং-১০, উত্তরা
ঢাকা-১২৩০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রশাসন ২(৪), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী ১২-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দস খান (৪৭৩৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, ফেনী, বর্তমান বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) এর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৮-২০১২ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১২-২৬৬ সংখ্যক স্মারক এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের ০৪-০৯-২০১২ ইং তারিখের ০০.৪২.০২৭.১৪.০১.০০৪.২০১২-৫১৭ সংখ্যক স্মারক অনুযায়ী সম্পাদিত তদন্ত প্রতিবেদনের সত্যায়িত অনুলিপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-১১-২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭-১১-২০১৩ তারিখে গ্রহণ করা হয়। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী ও প্রতিপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যাচিত তথ্যের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কোন আদালতে কত নম্বর মামলা বিচারাধীন রয়েছে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সুস্পষ্টভাবে কোন তথ্য দিতে না পারায় অধিকতর শুনানীর লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অভিযোগকারী উভয়ে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব গোলাম আহমেদ ও প্রতিপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন হাজির। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। গত ২৮-০১-২০১৪ তারিখে অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীর পর ০৪-০৩-২০১৪ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন, তাতে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট নন।

০৮। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী দুটি স্মারকের প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। ২৮-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীর পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা ১ (১) অধিশাখায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য চাওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৫.১৮০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১২-২৬৬ নং স্মারকের পত্র অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ০০.৪২.০২৭.১৪.০১.০০৪.২০১২-৫১৭ নং স্মারকের কোন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে নেই মর্মে অবহিত করেন। গত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের বিষয়ে কোন আদালতে কত নম্বর মামলা বিচারাধীন রয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে তিনি বলতে পারেননি বিধায় পরবর্তীতে ফেণী জেলার বিজ্ঞ জি.পি. এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায় যে, আলোচ্য বিষয়ে ফেণী সদরের বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ৯১/১২ নং মোকদ্দমা চলমান রয়েছে, যার বাদী জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী ও বিবাদী জনাব আব্দুল কুদ্দুস খান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় একই বিষয়ে অন্য আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা আইনসিদ্ধ নয়। যেহেতু, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী Sub-judice বিবেচিত হওয়ায় এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা আইনগতভাবে সমীচীন হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারাধীন এবং Sub-judice, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]